সেদিনও
বৃষ্টি ছিল

সেদিনও বৃষ্টি ছিল

হুজাইফা শামীম ত্বহা

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মোরশেদ রানা।

আয়ান প্রকাশন

নীড়ে ফেরার আহ্বান

হুজাইফা শামীম ত্বহা

সম্পাদনা
মোহাম্মদ মোরশেদ রানা।

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার ৩য় তলা ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯-৭২৪৩০৯২৯, ০১৬-৩২৪৩০৯২৯

একুশে বইমেলা পরিবেশক
সবুজ পাতা

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ
ISBN : 978-984-95998-9-0

মূল্য | ১৮০.০০ (একশত আশি) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com, www.wafilife.com
এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন।

ভারতে আমাদের পরিবেশক

নিউ লেখা প্রকাশনী
৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

ফিরে আসুক প্রতিটি গাফেল অন্তর...

লেখকের কথা

ধরণীর বুকে কিছু আলোকিত মানুষ থাকে, যাদের আলোর ছোয়ায় অন্যরা আলোকিত হয়, যাদের ঈমানের সৌন্দর্য দেখে তার চারপাশের মানুষগুলো অনুপ্রাণিত হয়। তাদের তাকওয়া ও খোদাভীতি দেখে অন্যরা তাদের মতো হবার স্বপ্ন দেখে।

তেমনি এক মহিয়ষী নারীর গল্প তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। যার ঈমান ও আমলের সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। যার চেষ্টা ও দু'আর মাধ্যমে দ্বীনহীন একটা পরিবার পেয়েছে দিনের আলো।

আমরা একটু চেষ্টা করলেই পারি, প্রতিদিন কম করে হলেও একজনকে নামাজের দাওয়াত দিতে। এতে আমাদের টাকা খরচ হবে না, খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। সুন্দর ভাষায় একটু বুঝিয়ে বললেই যথেষ্ট।

আমার দাওয়াত ও চেষ্টার উসিলায় যদি একজন মানুষের কপালে হেদায়েত নসিব হয়, একজন মানুষ নামাজি হয়, তাহলে তার দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত যত ভালো কাজ হবে, তার একটা নেকির অংশ আমার আমলনামায় যোগ হতে থাকবে।

একটু চোখ বুঝে ভাবুন তো সামান্য কষ্টের বিনিময়ে এ কত বড় পাওয়া!

আপনার জায়গা থেকে আপনিও হয়ে যান এমন উদ্যোগী। যার চেষ্টায় দ্বীনহীন অন্ধকার সমাজটা দ্বীনের আলোয় আলোকিত হবে

কি! হবেন না? এমন উদ্যোগী!

সেদিনও বৃষ্টি ছিল

১.

পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে ধ্বনিত হলো প্রভাতি রব। কাশবনে শিশিরের স্নিগ্ধতা। সবুজ ঘাসের মাথাগুলো নুয়ে আছে শিশির ফোঁটার ভারে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে কুক-কুরুক-কু বলে খোপের মধ্যে ডেকে চলছে পোষা মোরগ। প্যাক প্যাক করা পাতিহাঁসগুলো পুকরের জলে ডুব দিয়ে আনন্দস্নান করছে। কনকনে ঠান্ডার আভাস ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। এক নিরিবিলি মনোরম পরিবেশ। পূর্ব দিগন্তে কুয়াশার বুক চিড়ে রক্তিম সূর্যের ঝলমলে আলো উঁকি দিচ্ছে।

নাঈম গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। সূর্যের কড়া রোদ মুখে পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে গেলো তাঁর। আধঘুম চোখে তাকিয়ে দেখলো বেলা অনেকটা পেরিয়ে গেছে।

জলদি ঘুম থেকে উঠে তাঁর আম্মুকে গিয়ে বললো, ‘আম্মু, আমাকে ফজরের নামাজে জাগাওনি কেন?’

নাঈমের আম্মু ফাতেমা বেগম বললেন, ‘বাবা, আজকে খুব ঠান্ডা পড়ছিল তাই তোমাকে জাগাইনি। ইনশাআল্লাহ্ আগামী কাল থেকে জাগাবো।’

‘আব্বু কোথায়, আম্মু?’

‘তোমার আব্বু ঘুমিয়ে আছেন এখনো।’

নাঈমদের ফ্যামিলিতে সদস্য সংখ্যা মোট ছয়জন। দুই ভাই, দুই বোন আর আব্বু-আম্মু। নাঈমের বাবা আকরাম সিকদার বিয়ে করেছেন দুইটি। প্রথম স্ত্রীর

নাম ছিল জোবাইদা রহমান। খুব জ্বালাতন করতেন আকরাম সিকদার জোবাইদাকে। জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর কাছে সবসময়ই জোবাইদা বলতো, ‘আল্লাহ, আমাকে উঠিয়ে নাও, উঠিয়ে নাও!’

অবশেষে ধৈর্য্যহারা হয়ে নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন জোবাইদা রহমান। দুই মেয়ে আর এক ছেলেকে রেখেই না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি। জোবাইদা রহমান মারা যাওয়ার পর আকরাম সিকদার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে নিয়ে আসেন ফাতেমা বেগমকে।

ফাতেমা বেগম দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। আকরাম সিকদার বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে ফাতেমার বাবা-মা দ্বিমত পোষণ করলেন না। দ্বীনদারীত্ব, আদব, আখলাক, সৌন্দর্য, সবদিক দিয়েই ফাতেমা বেগম অতুলনীয়। ফাতেমার স্বপ্ন ছিল, এমন একজনের কাছে নিজেকে সঁপে দিবে যে দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জানে এবং মানে। চাই সে গরিব হোক, তাতে কি আসে যায়? কিন্তু মানুষটা প্রকৃত দ্বীনদার হোক। প্রয়োজনে তিনবেলা না খেয়ে দুই বেলা খাবে। তবুও আল্লাহকে অসন্তুষ্টিতে রেখে অট্টালিকায় থাকার চেয়ে আল্লাহর রহমত নিয়ে কুঁড়েঘরে থাকাই শ্রেয়।

গরিব হওয়াতে ফাতেমার স্বপ্নগুলো স্বপ্নই থেকে গেল। পাখা মেললো না মেঘলা দিনের ময়ূরের মতো। গরিবের স্বপ্নগুলো হয়তো এভাবেই হারিয়ে যায় অচিন নগরে। মা-বাবার ইচ্ছাতে বাবার বয়সি আকরাম সিকাদারকেই জীবন সঙ্গী করে নিতে হলো ফাতেমাকে।

এই বিয়েতে একদমই মত ছিলনা ফাতেমার। সেটা ফাতেমার বাবা-মা’র বুঝতে বাকি ছিলনা, কিন্তু সব বুঝেও কী করবে! সংসারের যেই অবস্থা, পরে যদি এমন সমন্ধ আর না মিলে তখন তো পস্তাতে হবে! তাই বড়লোক আকরাম সিকদারের হাতেই চিরদিনের জন্য তুলে দিলেন মুক্তোটাকে।

ফাতেমার মাঝে দ্বীনদারীত্বের কমতি ছিলনা, তাই সে আল্লাহর হুকুমকেই মেনে নিয়েছে। আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটি বালিকণাও নড়েনা, ফাতেমার মনে এই বিশ্বাসটা ছিল প্রগাঢ়।

ফাতেমার বুড়ো মা আনিসা বেগমের ইচ্ছে ছিল স্বামীকে বলবে যেনো মেয়ের অমতে কিছু না করে। কিন্তু বলি বলি করে আর বলা হলো না।

আনিসা বেগম ফাতেমার কাছে বসে ফাতেমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, 'মা আমি জানি তোর মনের অবস্থা। কিন্তু কী করবো বল! গরিবের ঘরে জন্মেছিস, এটাই তোর অপরাধ।'

তারপর মা-মেয়ে গলাগলি ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলো। কাঁদলে নাকি শোক কমে!

জোবাইদা রহমানের দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে আকরাম সিকদার অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেলেন। তাই ফাতেমার সাথে কোন ধরনের খারাপ ব্যবহার করবেন না, এরকমই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

আকরাম সিকদারের সন্তানরা মন থেকে চাইতো না যে, আকরাম সিকদার আরেকবার বিয়ে করুক। বাবা বিয়ে করতে চাইলে তো আর সন্তানরা কখনো বাধা দিতে পারবে না, তাই সন্তানরাও বাবার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলো।

আকরাম সিকদার দেরি না করে জোবাইদা রহমানের মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে করে ঢাকায় নিয়ে এলেন ফাতেমাকে। সৎ ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুরু হলো ফাতেমার নতুন জীবন। সৎ হলেও তাদেরকে আপন হিসেবেই বরণ করে নিলো ফাতেমা।যদিও প্রথমদিকে আকরাম সিকদারের ছেলেমেয়েরা প্রথম প্রথম ফাতেমাকে সৎ মায়ের হিসেবেই দেখতো। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এই মনোভাবে পরিবর্তন আসতে লাগলো।

আকরাম সিকদারের তিন ছেলেমেয়ে। বড় মেয়ে মিলি, ছেলে ইভান আর ছোট মেয়ে রিশা। রিশা সবার ছোট, বজ্জাত আর খুব রাগী। সে ফাতেমাকে মা হিসেবে মানতে একদমই রাজি নয়। লোকে বলে ঘরের ছোট মেয়েগুলো নাকি একটু বেশি রাগী হয়। কথাটা রিশার জন্য অনেকটাই প্রযোজ্য।ওর কথা হলো, মা একজনই।

একদিন তো ফাতেমাকে জোর গলায় বলেই ফেললো, 'আপনি আমাকে মায়া দেখাতে আসবেন না!'

সেদিন মিলি রিশাকে রুমে নিয়ে বুঝালো, 'তুই উনার সাথে এরকম ব্যবহার করছিস কেন? ওনার কি দোষ!'

'আমি কিছু শুনতে চাইনা, আমি উনাকে 'মা' বলে ডাকতে পারবো না, মানতেও পারবো না।'

'মানতে পারবিনা, তাই বলে তো খারাপ ব্যবহার করতে পারিস না!'

নাঈম বাবার রুমে গিয়ে দেখলো বাবা এখনো গভীর ঘুমে অচেতন। অথচ সকাল হয়েছে কতো আগে!

ও বাবার মাথার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকতে লাগলো, 'আব্বু, ও আব্বু! উঠছোনা কেনো? কত বেলা হয়েছে! নাস্তা করবে না? তোমার জন্য আম্মু নাস্তা নিয়ে টেবিলে বসে আছে।

আকরাম সিকদার ঘুম ঘুম চোখে বললেন, 'তুই যা, আমি আসতেছি।'

আকরাম সিকদার নাঈমকে বিদায় করে দেওয়ার পর একটা সিগারেট ধরালেন। এটা তার নিত্যদিনের অভ্যাস। উনার ভাষ্যমতে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই সিগারেট না টানলে সেটা দিনের মধ্যেই পড়েইনা!

নাঈম বাবার রুম থেকে বের হয়ে সোজা মিলির রুমে চলে গেলো।সকালবেলা সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা নাঈমের রোজকার ডিউটি।

মিলির রুমে গিয়ে মিলিকে পেলোনা, মিলি ওয়াশরুমে গিয়েছে। নাঈম খাটে বসলো। একটু পর মিলি ওয়াশরুম থেকে বের হলো।

'কিরে? কখন এলি! নাস্তা করেছিস?'

'না, তোমার সাথে করবো তাই তোমাকে নিতে এসেছি।'

'আব্বু উঠেছে?'

'আব্বুকে জাগিয়ে দিয়েই তোমাকে জাগাতে আসলাম।'

'তোর জন্য একটা সুসংবাদ আছে!'

'কী সুসংবাদ? তাড়াতাড়ি বলো আপু, তর সইছে না!'

'তোকে আমার সাথে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। মাদ্রাসায় যাবি না আজ?'

নাঈমের মুখ হঠাৎ কালবৈশাখী মেঘের মতো কালো হয়ে গেলো।

নাঈম গোমরাহ মুখে মিলিকে বললো, 'আব্বু মাদ্রাসায় যেতে নিষেধ করেছে। আব্বু বলে, মাদ্রাসায় পড়ে কি হবে! মাদ্রাসায় নাকি গরিবরা পড়ে। আরো অনেক কথা বলেছে।'

মিলি অবাক হয়ে বললো, 'গরিবরা পড়ে তো কী হয়েছে! গরিবরা মানুষ না?

আব্বুর মনমানসিকতা এমন কেন সেটাই বুঝিনা।'

'আব্বু বলেছে আমাকে স্কুলে ভর্তি করাবে। আব্বুর স্বপ্ন ছিল ইভান ভাইয়াকে ডাক্তার বানাবে। ইভান ভাইয়া ডাক্তার হতে পারলো না, তাই আমাকে দিয়ে আব্বু সেই স্বপ্ন পূরণ করবে।'

মিলি নাঈমের মাথায় হাত দিয়ে বললো, 'তুই একদম চিন্তা করিস না, আমি আব্বুকে বুঝিয়ে বলবো। আর যদি কোনোভাবেই আব্বুকে কনভিন্স না করতে পারি, তাহলে তুই ডাক্তার হবি। সমস্যা কি! ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করবি, মানুষের তরে নিজের জীবন উৎসর্গ করবি, সেটাও বা কম কিসে?

নাঈম মিলির কথা শুনে খুব খুশি হলো। হাসিমুখে বললো, 'আপু, আমি ইভান ভাইয়াকে জাগাতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা যা, আমি আসতেছি।'

মিলি নাঈমকে খুব ভালোবাসে। ছোটভাইয়ের মতোই কাছে টেনে নেয়। মাঝেমধ্যে বাহির থেকে আসার সময় নাঈমের জন্য চকলেট, আইসক্রিম প্রভৃতি নিয়ে আসে।

নাঈম ইভানের রুমের কাছে গিয়ে দেখলো ইভানের রুমের দরজা ভেতর থেকে আটকানো। ইদানীং ইভান দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। প্রতিদিন সকাল সকাল নাঈম ঘুমের ডিস্টার্ব করে। ভেতর থেকে দরজা আটকানোর এটাই মূল কারণ।

নাঈম নাস্তার টেবিলে চলে গেল। ততক্ষণে মোটামুটি বাকীরাও চলে এসেছে।

মিলি আকরাম সিকদারকে বললো, 'আব্বু নাঈম মাদ্রাসায় পড়তে চাচ্ছে। আপনি ওকে মাদ্রাসায় পড়াতে চাচ্ছেন না কেন?'

আকরাম সিকদার পাউরুটিতে জেলি লাগাচ্ছিলেন। নিচের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'এই কৈফিয়ত আমি কাউকে দিতে বাধ্য নই।'

মিলি বললো, 'তোমার কাছে কৈফিয়ত কে চাইলো? আমি তো শুধু জানতে

চাচ্ছি তোমার মনের কী খেয়াল!’

আকরাম সিকদার বললেন, ‘আমি নাঈমকে ডাক্তার বানাবো। হাকিম নড়বে তবুও আমার হুকুম নড়বে না। আমি এক কথার মানুষ।’

ফাতেমা বেগম আকরাম সিকদারকে বললেন, ‘আপনি এমন কেন? আপনি জানেন না একদিন মরতে হবে! কী সাথে নিয়ে যাবেন কবরে! একটুও ভয় হয়না? আমি কত স্বপ্ন দেখেছি নাঈমকে কুরআনের হাফিজ বানাবো, আলেম বানাবো। আমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলে আমাদের জন্য দোয়া করবে।’

আকরাম সিকদার বললেন, ‘আরবী পড়ার জন্য আমি হুজুর ঠিক করে দেব। বাসায় এসে পড়াবে। আর কোন কথা শুনতে চাইনা, ব্যস!’

আকরাম সিকদার অঢেল সম্পত্তির মালিক। গ্রামে বিশাল বাংলো, অনেক জায়গা-জমি, ঢাকায় নিজস্ব বাড়ি আছে। কিন্তু আকরাম সিকদার নামে মুসলমান, কাজের বেলায় শূণ্য, নামাজ-কালামের ধারেকাছেই নাই। উনার কথা হলো দুনিয়াতে যে কয়দিন বেঁচে আছি, খাবোদাবো, ফূর্তি করবো, এইতো জীবন! মরে গেলে দেহটা সবাই মাটিতে পুঁতে দিবে, তারপর মাটির সাথে মিশে মাটি হয়ে যাবে, সব শেষ।

কী খামখেয়ালিমার্কা ভাবনা আকরাম সিকদারের! কত সহজেই শেষ করে দিলো ‘পরকাল’ নামক অনন্ত অধ্যায়টি।

আল্লাহ্‌আমাদের শুধু শুধু সৃষ্টি করেন নি। নিশ্চয়ই এর পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কী জন্য এসেছি, কী করছি, মৃত্যুর পর কোথায় যাবো? নীরবে একান্ত কায়মনোবাক্যে চিন্তা করলেই খুঁজে পাবো হয়তো, আমাদের মূল কাজ কি? কি জন্য এসেছি আমরা ধরণীর বুকে।

২.

পড়ন্ত বিকেলে বিস্তৃত ফসলের মাঠে শিশুরা ঘুড়ি উড়ায় আকাশের নীলিমায়। নাটাই থেকে সুতা ছাড়তে ছাড়তে কতদূর চলে যায় ঘুড়ি। ঘুড়ি মুক্ত আকাশে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়। ঘুড়ি হয়তো ভাবে, এভাবে আমি ভেসে ভেড়াবো

হাজার কোটি বছর। কিন্তু সুতার নাটাই তো মালিকের কাছে। যখন সন্ধ্যা হবে সুতা টেনে ঘুড়িকে আবার নাটাইবন্দী করবে।

ঠিক ঘুড়ির মতো আমরাও মুক্ত হয়ে ঘুরছি, ফিরছি, খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি, সবই চলছে আমাদের মতো করে। অথচ ঘুড়ির মত আমাদেরও একদিন ফিরে যেতে হবে নিজ গন্তব্যে!

যেদিন আমাদের জীবনেও বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামবে, আলো হারিয়ে যাবে আঁধারের মাঝে, জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। সেদিন সবাইকে খুব সম্মানের সহিত নিজ বাড়ি 'কবর' নামক ঘরে শুইয়ে দেওয়া হবে।

স্থায়ী ঠিকানায় ঘর বাঁধতে হবে, নাম তার 'কবর'।

হঠাৎ একদিন চলে যাবে, সে দিকে কি আছে খবর?

মহান আল্লাহ্‌তা'আলা পবিত্র কালামে পাকে বলেই দিয়েছেন,

> "তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে এমনিই সৃষ্টি করেছি? আর তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?"[১]
>
> আল্লাহ্‌অন্য আয়াতে বলেছেন, "আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য।"[২]

অবশ্যই বনী আদমকে তার করা প্রত্যেকটা কাজের বিন্দু বিন্দু হিসাবে দিতে হবে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক বনি আদমকে পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এই প্রশ্নগুলোর ঠিকঠাক উত্তর যারা দিতে পারবে, কেবল তারাই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের দলে শামিল হতে পারবে।

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

> (হাশরের দিন) মানুষের পা এক চুল পরিমাণ নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে। ১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২) যৌবনের

[১] সূরা আল-মুমিনূন : ১১৫
[২] সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬